লাইলাতুল-কদরের
ইবাদত ও ফজিলত
(মহিমান্বিত রাত)

রমজানের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার

এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম

লাইলাতুল কদর ও বেজোড় রাতগুলো কীভাবে কাটানো উচিত?

মহিমান্বিত রাতের নফল নামায ও আমল

আমাদের সবার নিকটেই আছে এই মহিমান্বিত রাত (লাইলাতুল কদর)

আহমদ ডাব্বাঘের তত্ত্বাবধানে

রমজানের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার

লাইলাতুল কদর পবিত্র রমজান মাসের একটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। এটি মানব জাতির হেদায়েতের জন্য আল্লাহ তালার সর্বশেষ গ্রন্থ কুরআন মাজিদ নাযিলের সাথে জড়িত যেটি তাঁর শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﷺ উপর নাযিল হয়েছিল। কুরআন মাজিদ এই রাতের বর্ণনা দিয়েছে-

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ۞ إِنَّآ أَنزَلْنَٰهُ فِى لَيْلَةِ ٱلْقَدْرِ ۞ وَمَآ أَدْرَىٰكَ مَا لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ ۞ لَيْلَةُ ٱلْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۞ تَنَزَّلُ ٱلْمَلَٰٓئِكَةُ وَٱلرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ ۞ سَلَٰمٌ هِىَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ ٱلْفَجْرِ ۞

“ আমি একে নাযিল করছি মহিমান্বিত রাতে। মহিমান্বিত রাত সমন্ধে আপনি কি জানেন? মহিমান্বিত রাত হল এক হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। এতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফেরেশতাগন ও রূহ অবতীর্ণ হয় তাদের পালনকর্তার নির্দেশক্রমে। এটি নিরাপত্তা, যা ফজরের উদয় পর্যন্ত অব্যাহত থাকে।”

আধ্যাত্মিক সুখের রাত হল এই মহিমান্বিত রাত। আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﷺ রমজান সম্পর্কে বলেছেনঃ “তোমাদের নিকট এই মাস সমাগত হয়েছে, তাতে এমন একটি রাত রয়েছে, যা এক হাজার মাসের চেয়েও উত্তম। যে ব্যক্তি এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হল, সেপ্রকৃতপক্ষে সকল কল্যাণ থেকেই বঞ্চিত। একমাত্র (সর্বহারা) দুর্ভাগাই এ রাতের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত হয়।“ (ইবনে মাজা)

“এই মহিমান্বিত রাতে যে ব্যক্তি ঈমান ও সওয়াবের নিয়তে কিয়াম করবে, তার পূর্বের সকল পাপ মোচন করা হবে।” (তারগীব)

এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম

এক হাজার মাস ৮৩ বছর ৪ মাসের সমান। ভাগ্যবান সেই ব্যক্তি যিনি এই রাতটি ইবাদতে ব্যয় করেন। যে পুরুষ বা মহিলা এই পুরো রাতটির জন্য ইবাদত করেন, তিনি শুধু সেই সময়ের জন্য তিরাশি বছর এবং চার মাস ধরে একটানা ইবাদত করার সমান রহমত ও পুরষ্কারের প্রাপ্য হবেন। যেহেতু মহিমান্বিত রাতটি এক হাজার মাসের চেয়ে উত্তম’ আসলেই কতটা উত্তম তা আসলে কেউই পরিমাপ করতে পারে না।

কেবলমাত্র

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “লায়লাতুল কদর আমার উম্মতকে আল্লাহ তায়ালা দান করেছেন। এর আগে এটি কোনও লোককে দেওয়া হয়নি”(দুর মানসুর)

এটা কোন রাত?

যদিও সঠিক রাত সম্পর্কে বিভিন্ন বিবরণীতে বিভিন্ন মতবেদ রয়েছে, তবে এটি প্রায় সর্বসম্মত যে বরকতময় রাতটি রমজানের শেষ দশটি রাতের একটিতে ঘটে এবং আর ও সম্ভবত শেষ দশটি রাতের বেজোড় একটিতে অর্থাৎ ২১তম,২৩তম, ২৫তম,২৭ তম বা ২৯ তম রাতে।

যাইহোক, জনপ্রিয় মতামত রমজানের ২৭ তম রাতের পক্ষে তবে এটি নিশ্চিত নয়। প্রথাগতভাবে ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে এটি শেষ দশ রাতের মধ্যে সন্ধান করতে হবে এবং বিশেষ করে শেষের পাঁচটি বিজোড় রাতে। তাই নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগনে রমজানের শেষ দশ দিনের পুরোপুরি সময় মসজিদে ইতেকাফ করার অভ্যাস ছিল। হজরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ তালার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﷺ বলেছেন: “রমজানের শেষ দশটি (রাত) থেকে বেজোড়ে (রাত্রে) মহামান্বিত রাতের সন্ধান করো” (বুখারী)

রমজান সকল মাসের সারাংশ। এটা সব মানুষের জীবন সারাংশ হয়। এটি আপনাকে তাকওয়া অর্জনের জীবনের উদ্দেশ্য শেখায় যা আল্লাহ তা'লার সন্তুষ্টির দিকে পরিচালিত করে।

আল্লাহ আমাদের বেঁচে থাকার জন্য জীবন দান করেছেন এবং শরীর, মন ও আত্মার গুনাহ বেঁচে থেকে রোজা রাখতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন। শেষ অবধি, যখন আমাদের জীবন শেষ হওয়ার নিকটবর্তী হয়, মৃতুও তার জন্য পুরষ্কার হয় যেমন মৃত্যু মুমিনের জন্য উপহার হয়। মৃত্যুর স্বাদ যেমন অনেক তিক্ত, কিন্তু তেমনি ফেরেশতাদের সালাম আদায় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﷺ-এর সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে যখন এর মধুরতা হৃদয়ে পৌঁছে, তখন সত্যিকারে মনের অন্তর আনন্দ পূর্ণ হয়ে যায়।

তার উত্সব শুরু হয় এবং কখনও শেষ হয় না, কারণ এই রহমতের কোন শেষ নেই এমনকি পরকালেও শেষ হয় না। একইভাবে, যারা মহান আল্লাহর আদেশসমূহকে লঙ্ঘন করে এবং নিজের ইচ্ছা পূরণ করে এবং দুনিয়ার পাপে লিপ্ত হয় ও দুনিয়ার মোহে রোজা ভঙ্গ করে, তারা দুনিয়ার স্বাদ গ্রহণ করবে যা ধার্মিকদের কাছে তিক্ত, তবে দুষ্ট লোকেরা এটিকে মধু বলে বিশ্বাস করে। তারা কীভাবে প্রতারিত হয়ে গেছে, তারা দুনিয়াকে [সাময়িক মোহ] পরকালে জন্য বেছে নিয়েছিল। এই লোকেরা পরকালীন সময়ে আল্লাহর হুকুম লঙ্ঘন করার জন্য, নিজেদের গাফিলতিতে নিমগ্ন থাকার জন্য আযাবের স্বাদ গ্রহণ করবে।

আমাদের নিজেদের এবং অন্যদের রোজা রাখতে ব্যর্থ হওয়ার বিপদগুলি [এবং আদেশটি মেনে চলা] স্মরণ করিয়ে দেওয়া উচিত, যেহেতু যারা রমজানে একটি রোযা মিস করে তাদেরকে অবশ্যই এটি পূরন করতে হবে এবং আবার রোজা করতে হবে। যারা রমজানে গুনাহ করে আধ্যাত্মিক রোজা ভঙ্গ করে তাদের সম্পর্কে কী বলব? আগুনেই তাদের দিন কাটাতে হবে [যারা তওবা করতে ব্যর্থ হয় তাদের জন্য) ।

এ থেকে আমরা রোজার আসল মর্মটি শিখি, কেবল খাবার ও পানীয় থেকে বিরত থাকি না, বরং দেহ, মন, অন্তর এবং আত্মার মন্দতা থেকে বিরত থাকি। এটিই সত্য আধ্যাত্মিক রোজা, যা মহান আল্লাহ তায়ালার স্মরনে আমাদেরকে সংযুক্ত করে, আমাদেরকে দুনিয়ার সাময়িক আকাঙ্ক্ষার চেয়ে আখেরাতকে বেছে নেওয়ার প্রশিক্ষণ দেয়।

আপনি যদি এই দুনিয়া এবং পরবর্তীকালের সেরা উপার্জন করতে চান, তবে আপনি আপনার স্থানীয় ইমামের সাথে যোগাযোগ করে বা আমাদের ওয়েবসাইট **www.zawiyah.org** এ গিয়ে শরীর, মন ও অন্তরের গুনাহ থেকে নিজেকে কিভাবে শুদ্ধ করবেন তা শিখতে পারেন। বিকল্পভাবে, আপনি তারিকাহ শিক্ষক মুহাম্মাদদিয়ার ফেসবুক পৃষ্ঠাটি দেখতে পারেনঃ

www.facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh

লাইলাতুল কদর ও বেজোড় রাতগুলো কীভাবে কাটানো উচিত?

পূর্ববর্তী জাতিগুলোতে এবং অতীত বছরে, রমজানে রহস্য ও মহিমান্বিত রাতের বরকতময়তা লুকানো ছিল। শুধু এই উম্মত রমজান মাসের অধিকারী রহমতপ্রাপ্ত জাতি। পূর্ববর্তী অনেক জাতি কয়েকশ বছর ধরে বেঁচে ছিল [যদিও আমরা যে জাতিতে বাস করি তার অধিবাসী হতে চেয়েছিল]

মহান আল্লাহ তায়ালা এই উম্মতকে সারা বছর জুড়েই রহমত দান করেছেন। রমজান এক মাস তবে এর মান হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এটি ৮৩ বছর [৮৩ বছর এবং ৩ মাস] এর বেশি বেঁচে থাকার সমান।

লোকেরা সৎকর্ম করার জন্য দীর্ঘজীবনের জন্য অনুরোধ করে। রমজান এক মাস হলেও এর পুরষ্কার ১০০০ মাসের চেয়ে উত্তম। এটি সমস্ত মাসের রাজা এবং এর সমস্ত দিন এবং রাত্রি অন্যান্য সমস্ত মাসের চেয়ে বেশি বরকতময়।

পূর্ববর্তী উম্মাহদের অনেকেই কয়েকশো বছর বেঁচে ছিলেন, আল্লাহ [আজযাওয়াল] আমাদেরও স্বল্প জীবন দান করেছেন তবে এর নেয়ামত দীর্ঘকাল জীবনযাপনকারী মানুষের চেয়েও বেশি।

সুতরাং এই মাসটি যেন আপনি জীবনের ৮৩ বছরেরও বেশি সময় ধরে জীবনযাপন করছেন। সুতরাং লোকেরা কেন এ জাতীয় নেয়ামত নষ্ট করে, একটি ভাল কাজ ৭০ গুণ মূল্যবান কাজের সমান। মহিমান্বিত রাত সম্পর্কে কী বলব, যারা এই রাতটি পায় সেইসব ভাগ্যবানদের জন্য এটি রমজানের সমস্ত রাতের সমান।

পূর্ববর্তী জাতির তুলনায় আমাদের জীবন সংখ্যায় অল্প হতে পারে তবে রাত ও দিনের নেয়ামত আমাদের জীবনের ইবাদত ও প্রতিদাকে ছাড়িয়ে যায়।

এছাড়াও রমজানে লাইলাতুল কদর উপস্থিত রয়েছে প্রত্যেকের আধ্যাত্মিকতায়।

যখন একজন লাইলাতুল কদরের শক্তি খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করে তখন এটি কেবল রমজানে নয়, এটি আপনার মধ্যে সব সময় থাকে। লাইলাতুল কদর হল যখন আপনি আপনার জীবনকে নবীর সুন্নাহর জীবনে পরিবর্তনের শক্তি খুঁজে পান।

শুধুমাত্র রমজানেই এই পরিবর্তনের শক্তির জন্য দোয়া করা উচিত নয়, তবে এর প্রভাব রমজানের পরে আপনার মধ্যে থেকে যায়। এটি আপনাদের সকলের অন্তরকে সমৃদ্ধ করতে সক্ষম।

এই রাতে নবীর ইবাদত

হজরত আয়েশা (রাঃ) আরও একটি উক্তি বর্ণনা করেছেনঃ
"আমি জিজ্ঞাসা করলামঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমাকে বলুন আমি যদি মহিমান্বিত রাতটি খুঁজে পাই তবে তাতে আমার কী তিলাওয়াত করা উচিত? "

মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﷺ তাকে তিলাওয়াত করার পরামর্শ দিয়ে ছিলেন-

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ ، تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

হে আল্লাহ! আপনি ক্ষমাশীল, আপনি ক্ষমা ভালবাসেন, সুতরাং আমাকে ক্ষমা করুন। (বুখারী)

এই রমজানকে বিশেষভাবে পালন করুন এবং বলুন: "ইনশাআল্লাহ, আমি আমার গুনাহপূর্ন জীবনধারা থেকে পরিবর্তন আনতে চাইছি। ইনশাআল্লাহ আমার বিশ্বাস, আমি আল-ইসলাম সম্পর্কে আরও জানব এবং শিখব, আমি ফিকহের প্রয়োজনীয় জ্ঞান অধ্যয়ন করব এবং অনুশীলন করব এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণভাবে আমার দেহ, মন, অন্তর এবং প্রাণকে শুদ্ধ করব যাতে আমার খোদা, আল্লাহ আজওয়াজ্জাল এর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে গিয়ে আমি জীবন ও দিতে পারি"।

মহিমান্বিত রাতের নফল নামায ও আমল

এই রাতকালীন একজন ব্যক্তি বিভিন্ন ধরণের ইবাদত করতে পারেন। নীচে কিছু আমলের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হল।

১) সালাহতুল তাওবার দুটি রাকাআত নামায, নিজেকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পরিবর্তনের জন্য, মন্দ থেকে ধার্মিকতার দিকে অগ্রসর হওয়ার জন্য সত্য তওবা, ভিক্ষা, অনুশোচনা সহকারে। আল্লাহ তায়ালার হুকুম অনুসরণ করতে এবং তাঁর চূড়ান্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﷺ এর জীবনধারা অনুসরণ করার ক্ষেত্রে অতীতে যে ভুলত্রুটি হয়েছে তা ক্ষমার জন্য মিনতিপূর্ণভাবে দোয়া করুন। এছাড়াও, একজন মুর্শিদ/গাইড অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ভুলগুলির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন যিনি নিশ্চয়ই আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য অর্জনে আপনাকে সহয়তা করেছেন।

২) সালাতুল শুকরের দুই রাকাআত নামায, আল্লাহ তায়ালা যে অনুগ্রহ দান করেছেন, রমজানের নিয়ামত, মহিমান্বিত রাত, মুর্শিদ / গাইড যারা আপনাকে পথ দেখিয়েছে এবং সমস্ত দৃশ্য এবং অদৃশ্য নেয়ামত সম্পর্কে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে এবং তার জন্য আন্তরিক কৃতজ্ঞতার সাথে। আল্লাহ তায়ালা আমাদের যে নেয়ামত দান করেছেন কোনভাবেই আমরা আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে শেষ করতে পারবো না।

৩) সালাতুল ইস্তিখারার দুই রাকাআত নামায, আল্লাহ কাছে ভিক্ষা চান যেন আপনি এই জীবনকে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির পথে পরিচালিত করতে পারেন, যাতে আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﷺ এর ঈমানি শক্তির রহস্যের পান যাতে আল্লাহ তায়ালার মহান রাজ্যে জায়গা পেতে পারেন। যেমন অন্ধকার একজনের পথকে অস্পষ্ট করে দেয়, সেই জন্য সর্বদা সবার দিকনির্দেশনার প্রয়োজন হয়, তেমনি সর্বদা আল্লাহর [আজযায়াল] কাছে দোয়া করে যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করে দুনিয়াহের রাস্তাটি পরিষ্কার করতে পারেন।

৪) সালাতুল হাজ্জাহর দুটি রাকাআত, প্রয়োজনের নামায, আল্লাহ তায়ালার নিকটবর্তী হওয়া জন্য, তাঁর সন্তুষ্টি জন্য এবং আপনার অন্তরের ভিতরে আল্লাহ তায়ালা মনে রাখার ইচ্ছা /আকাঙ্ক্ষার জন্য দোয়া করুন। অতীতে আপনি যে সমস্ত মিথ্যা খোদার উপর নির্ভর করেছিলেন, জনগণ, সমাজ, সরকার এবং নিজের উপর নির্ভর করেছিলেন তা ছেড়েদিন। এখন সত্যই আল্লাহ তায়লার উপর নির্ভর করুন এবং আত্মার জগতে যেভাবে ছিল তার ঘনিষ্ঠতায় ফিরে আসতে দোয়া করুন।

প্রতিটি রাকাতকে নিম্নলিখিত কল্পনাসহ ইবাদত করা উচিত:

এক (১) সূরা ফাতিহা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿﴾

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١﴾ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿٢﴾ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ﴿٣﴾ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ
نَسْتَعِيْنُ ﴿٤﴾ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ﴿٥﴾ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ
عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ﴿٦﴾ اٰمين*

One (1) x Ayatul Kursi

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ اَلْحَيُّ الْقَيُّوْمُ ۚ لَا تَاْخُذُهٗ سِنَةٌ وَّلَا نَوْمٌ ؕ لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ؕ
مَنْ ذَا الَّذِيْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ؕ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يُحِيْطُوْنَ بِشَيْءٍ
مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ۚ وَلَا يَـُٔوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ
الْعَظِيْمُ ﴿٢٥٥﴾

Seven (7) x Surah Qadr

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ﴿﴾

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ وَمَآ اَدْرٰىكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿٢﴾ لَيْلَةُ الْقَدْرِ
خَيْرٌ مِّنْ اَلْفِ شَهْرٍ ﴿٣﴾ تَنَزَّلُ الْمَلٰٓئِكَةُ وَالرُّوْحُ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ ۚ مِّنْ كُلِّ
اَمْرٍ ﴿٤﴾ سَلٰمٌ ۛ هِيَ حَتّٰى مَطْلَعِ الْفَجْرِ ﴿٥﴾

Seven (7) x Surah Ikhlas

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ﴿١﴾ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ﴿٢﴾ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ﴿٣﴾ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ ﴿٤﴾

After the prayers have been performed one should recite the following Tasbih:

10 x Durood

33 x *'Astag firullah Alazi la ilaha ilahu alhayul qayum wa a tub u ilay'*

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِيْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْم وَا تُوْبُ اِلَيْهِ

33 x *'Allahumma innaka affuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni'* – dua

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ ، تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

33 x *'Ya Allah, Ya Rahman, Ya Raheem'*

يَا اللّٰه ، يَا رَحْمَان ، يَا رَحِيْم

33 x *'La hawla wa la quwata illabillah'*

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

10 x Durood

নিজের এই জীবন ত্যাগ করে আল্লাহর রাজ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়ার কল্পনা করতে হবে। কল্পনা করুন, দেহটি আল্লাহ [আজযাওয়াল] এর বাণীতে খোদাই করা হচ্ছে। কল্পনা করুন যে আপনার শরীরটি আপনার অনুরোধের অক্ষর খোদাই করা হয়েছে [কেবলমাত্র দেহের মধ্যে নয়, অন্তরেও যা এই অনুরোধের জন্য আপনার আসল আবেগকে জাগিয়ে তুলে]

আপনার দেহকে কাগজ হিসাবে কল্পনা করুন যাতে আপনি আল্লাহ তায়ালার আদেশ অনুসরণে সমস্ত ত্রুটি এবং ঘাটতিগুলির জন্য আপনার অনুভূতি লিখছেন। কল্যাণকর কথাগুলি [তাসবি আমালস] আস্তে আস্তে আপনার দেহকে আলোকিত করতে শুরু করেছে যেহেতু আল্লাহ তায়ালার নেয়ামতপূর্ন নামগুলির সাথে আপনার অনুরোধের জবাব দেওয়া হচ্ছে ক্ষমার সাথে।

কল্পনা করুন যে অন্ধকার বের হয়ে আসছে এবং বিচ্ছুরিত আলো ভিতরে প্রবেশ করানো হচ্ছে। নিজেকে কল্পনা করুন যে আপনি হাঁটছেন, দৌড়াচ্ছেন এবং আল্লাহ তা'লার ঘনিষ্ঠতার দিকে যাত্রা করছেন। যারা আল্লাহ তালাকে চায় তারা তার নৈকট্য ও করুণা লাভ করবে।

প্রত্যেকের উচিত ১০ মিনিটের জন্য আল্লাহর বরকতময় নামগুলো দিয়ে ধ্যান করা, কল্পনা করুন যে আল্লাহ তালার এর বরকতময় নামগুলো আপনার সমস্ত দেহে খোদাই করা হচ্ছে যতক্ষণ না এটি আপনার অন্তরের ভিতরে আলোকিত হয়। আল্লাহকে সর্বদা স্মরণে রাখার জন্য আপনি [আযাওয়াজাল] অন্তর দিয়ে ডাকুন। এই বরকতময় নামগুলো আপনার সমস্ত দেহে [আপনি যা দেখছেন, যা শুনছেন, সমস্ত অঙ্গ, যা আপনি জীবনে বাস করেন তার জন্য] আধিপত্য বজায় রাখে যাতে আপনার পুরো শরীরের মন এবং অন্তর সর্বদা আল্লাহ তায়লার স্মরণে মৃত্যু অবধি বেঁচে থাকে.৭ [অনেক দিন ধরেই আপনার অন্তর আল্লাহর সত্য স্মরণ থেকে দূরে ছিল তাই এখন এটিকে আল্লাহ তা'লার কাছে আনুন যাতে আল্লাহর স্মরণের আলো অন্তরে প্রবেশ করতে পারে]।

রাতের বেলা একজনকে নিম্নলিখিত জিকির করা উচিত:
১.আল্লাহ, আল্লাহ 'আল্লাহ, ২০ মিনিটের জন্য সন্ধানকারীকে তার সমস্ত দেহ, হৃদয় ও মন দিয়ে আল্লাহকে ডাকতে হবে এবং সবগুলোকে আল্লাহ তায়ালার নামে স্মরনে যুক্ত করতে হবে।

ভেবে দেখুন আপনি আল্লাহর সামনে আছেন। কীভাবে আপনি তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবেন? [আপনি কি তাকে আপনার ত্রুটিগুলি বলবেন? আপনি প্রকৃতপক্ষে কে এবং আপনি কি করছেন? আপনি কি কথা দিয়ে বা অশ্রুদিয়ে বা উভয় দিয়ে শুরু করবেন? আল্লাহ সর্বজ্ঞ, তবে আপনি কি করছেন সে সম্পর্কে আপনি কি সচেতন?]

আপনি তাকে ডাকতে কোন অন্তর্নিহিত শব্দ ব্যবহার করবেন?
[আপনি কি খালি কথা দিয়ে আল্লাহ তা'লাকে ডাকবেন নাকি মন দিয়ে ডাকবেন, কীভাবে ডাকবেন? আপনি কি অন্যকে দোষ দেবেন বা স্বীকার করবেন এবং আপনার পুরো ঘাটতির জন্য নিজেকে দোষ দেবেন?]

আল্লাহ তায়ালার আদেশ না মানার জন্য লজ্জিতভাবে তওবা করে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করুন। কল্পনা করুন আপনি হাঁটছেন এবং তারপরে আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টির দিকে হামাগুড়ি দিয়ে এগোচ্ছেন।

কল্পনা করুন আল্লাহ তায়ালার নামের নুরানী আলো আপনার স্মৃতি / অন্তর / আত্মাতে প্রবেশ করছে। ক্ষমা পাওয়ার জন্য আপনি কী করবেন, তাঁকে খুশি করতে আপনি কতদূর যাবেন?
আল্লাহ তোমাদের সকলের কাছে একটি জিনিস চান, এটি আপনার অন্তর। সুতরাং তাকে অন্তর দিন এবং উভয় জগত আপনার হবে।

২. 'আল্লাহুম্মা ইন্নাকা এফুউউন তুহিবুল আফওয়া ফাফু আন্নি' ২০ মিনিটের জন্য

اَللّٰهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ ، تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي

অন্তর ও আত্মা দিয়ে আল্লাহকে ডাকতে হবে। এটি আল্লাহর সন্তুষ্টিতে এই অনুরোধটি প্রেরণের মূল চাবিকাঠি। কল্পনা করুন যে আপনি আল্লাহ তায়ালার স্মরনে বরকতময় সেজদায় রয়েছেন ﷻ, কারও কর্ম ও কাজের সমস্ত ঘাটতির জন্য দোয়া করছেন। আল্লাহ তায়ালার স্মরনে প্রত্যাবর্তনের রাজ্যে নিজের আত্মার কান্নার সাথে শরীর ও অন্তরের অশ্রু নিয়ে দোয়া করুন [আল্লাহ তায়ালা কাছে ফিরা ছাড়া যাওয়ার আর কোন জায়গা নেই]।

আল্লাহ তায়ালা কখনও আমাদের ভুলে যাননি বা আমাদের ত্যাগও করেননি, বরং সর্বদা আমাদের ভালবাসেন এবং আমাদের ক্ষমা করতে চান। তবে আমরা দূরে সরে যাই এবং কখনই পিছনে ফিরে দেখি না। এখন সময় এসেছে ফিরে তাকাতে এবং নিজের ত্রুটিগুলির মুখোমুখি হয়ে আফসোস করে, লজ্জিতভাবে স্বীকার করা এবং সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে আল্লাহ তায়লার সন্তুষ্টির জন্য পরিবর্তনের আনা এবং আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করা।

যারা সত্যিকার অর্থে ফিরে আসে এবং ক্ষমা ভিক্ষা চায় তাদের ক্ষমা করে হয় যাতে সে তার কর্মগুলোকে সৎকর্মে পরিবর্তন করে। এ বিশেষ রাতে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ﷺ এর সাহাবায়ে কেরামের প্রতি ও সালাম ও দুরূদ পাঠানো উচিত।

১০ মিনিটের জন্য অন্তর (মুনাজাত) থেকে নীরব যোগাযোগের মাধ্যমে নিজের ভিতরকে দেখা উচিত।
আল্লাহ তায়ালার সামনে আপনার ত্রুটিগুলি উপস্থিত করা উচিত এবং আপনার প্রতিপালকের সাথে সম্পর্কের সমাধান ও নিরাময়ের জন্য দোয়া করা উচিত। এটি অবশ্যই সমস্ত কিছুর জন্য আত্মসমর্পণ এবং সব কিছুর উপর অগ্রাধিকার দেওয়ার মাধ্যমে। আল্লাহর সাথে সমস্যার কথা বলুন ﷻ [আজযাওয়াল] আপনার অন্তরের ভিতরে গুনাহের যে বিশেষ আকাঙ্ক্ষা আছে এবং আল্লাহর কাছে পৌঁছাতে আপনি যে লড়াইয়ের মুখোমুখি হচ্ছেন তা উপস্থাপন করুন। নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা আপনাকে সমাধান ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করবেন। যারা চিন্তা-ভাবনা করে তারা তারিকা মুহাম্মাদিয়াহ ও সুন্নাহর পথে নিরাময় দেখতে পাবে।

মহিমান্বিত রাতের নফল নামায ও আমল

আমাদের সবার নিকটেই আছে এই মহিমান্বিত রাত (লাইলাতুল কদর)
স্মরণ রাখুন মহিমান্বিত রাতটি যখন এর নেয়ামতগুলো আপনি আপনার অন্তরে প্রবেশ করাতে পারেন যাতে আপনার ভিতরে সত্যই আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওযাসাল্লামকে ﷺ অনুসরণ করার জন্য পরিবর্তনের শক্তি পান। মহিমান্বিত রাতটির শক্তি যদি আপনার মধ্যে থাকে তবে আপনি পরিবর্তন আনতে পারেন এবং নিজেকে শুদ্ধ করার জন্য যাত্রা শুরু করতে পারেন যাতে আপনার সমস্ত অন্তর আল্লাহর বাণীতে ঘুরে বেড়ায, বীজ থেকে ফুলে, শিলা থেকে পাহাড়ে, তিক্ত থেকে মিষ্টি পর্যন্ত আপনার সম্পূর্ণ আত্মা চূড়ান্ত নবী এবং রাসূলের মতো প্রতীক হয়ে ওঠে।

কিছু লোক কদরের রাতের সন্ধান করে কিন্তু কখনই তা খুঁজে পায় না। এইসব লোকেরা তাদের হৃদয় ও জীবনে মহিমান্বিত রাতের নেয়ামত পেতে ব্যর্থ হয়।

তারা ভুল জায়গায় তাকান। লাইলাতুল কদর প্রতিটি মানুষের অন্তরে থাকে তবে তারা এটি দেখতে ব্যর্থ হন। পরিবর্তিত অন্তর আপনার জীবনে এই নেয়ামত নিয়ে আসে।

আপনাদের সবার আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে কারন আপনারা সবাই আল্লাহর [আজযাওয়াল] জন্য তৈরি হয়েছেন। সুতরাং ধর্মনিষ্ঠ হওয়ার জন্য পরিবর্তনের শক্তির সন্ধান করুন এবং যখন আপনি সেই অন্তরটি পাবেন [যা স্বেচ্ছায় আল্লাহ তাআলার বশীভূত হয়] আপনি রাত্রিটি পেয়ে যাবেন, আপনি লাইলাতুল কদরকে দেখতে পাবেন। আপনার অন্তরকে নবীর অন্তরে মতো করার শক্তি এটি। যারা এটির সন্ধান করবে তারাই মহিমান্বিত রাত খুঁজে পাবে।

আপনারা সকলেই এই শক্তি খুঁজে সত্যিকারে আল্লাহর দাস হিসাবে ফিরে আসার এবং আল্লাহ তালার [আজওয়ওয়াজাল] রাজ্যের ভিতরে প্রবেশ করতে পারেন। আপনারা সবাই আল্লাহ তাআলার বান্দা হন এবং সর্বদা সিরাতুল মুস্তাকিমের পথে বেঁচে থাকুন। আপনি আমাদের নির্দেশিকা অনুসরণ করে সত্যই এই নেয়ামত পেতে পারেন। আপনারা সর্বদা আল্লাহ [আজযাওয়াল] তালাকে স্মরনে থাকুন ।

Muhammadiyah House of Wisdom
33 Ridling Lane
Hyde, Cheshire
SK14 1NP

(+44) 0161 351 1975

www.zawiyah.org
info@zawiyah.org
zawiyahorg
facebook.com/ShaykhAhmadDabbagh